inQuest

An Associate Multidisciplinary Multilingual Research Journal
of
Kharagpur Social Empowerment and Research Association (KSERA)

Regd. No.: S/2L/48328 of 2015-16
Registered under West Bengal Registration of Societies Act. XXVI of 1961

Vol. VII ■ Issue: I & II ■ Summer 2023

ইনকোয়েস্ট

সপ্তম বর্ষ ■ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ■ গ্রীষ্ম ২০২৩

a KSERA initiative

www.facebook.com/inquestjournal
KSERA

Colaborating Partner
KHARAGPUR COLLEGE
under : Vidyasagar University

inQuest

An Associate Multidisciplinary Multilingual Research Journal of Kharagpur Social Empowerment and Research Association (KSERA)

www.facebook.com/inquestjournal

Editor
Bijay Palit
chiefeditor.inquestjournal@gmail.com

Editorial Board
Sujata Bera, Dr. Bishnu Sikder, Rituparna Adak, Nani Gopal Chanda, Chinmoy Mondal, Asit Kr. Sau, Dr. Mangal Kumar Nayek, Dr. Deepanjana Sharma, Debasish Roy

Peer Review Committee

Prof. Gopa Dutta, Former Professor, Department of Bengali, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal & Ex Vice-Chancellor, University of Gour Banga, Malda, West Bengal

Prof. Damodar Maity, Professor, Department of Civil Engineering, IIT, Kharagpur, West Bengal, India

Dr. Prantosh Sen, Former Principal, Gour Mahavidyalaya, Malda, West Bengal, India

Dr. Pradip K. Bhowmik, Associate Professor, Rural Development Center, IIT, Kharagpur, West Bengal, India

Dr. Rajarshi Das Bhowmik, Assistant Professor, department of Civil Engineering, IISC, Bangalore, India

Dr. Siddhartha Guha Ray, Associate Professor, Department of History, Vivekananda College, Kolkata, West Bengal, India

Dr. Rishi Ghosh, Assistant Professor, Department of Bengali, Gaur Mahavidyalaya, Malda, West Bengal, India

Dr. Pankaj Saha, Associate Professor, Department of Hindi, Kharagpur College, Kharagpur, West Bengal, India

Dr. Munni Gupta, Assistant Professor, Department of Hindi, Presidency University, Kolkata, West Bengal, India

Dr. Sourav Gupta, Assistant Professor, Center for Journalism and Mass Communication, Central University of Orissa, Koraput, Orissa, India

Dr. Makhanlal Nanda Goswami, Assistant Professor, Department of Physics, Midnapore College, West Bengal, India

Dr. Ratnesh Viswaksen, Assistant Professor, Department of Hindi, Ranchi College, Ranch, Jharkhand, India

Mr. Pushan Deb, Senior Advisory IT Architect, IBM

Cover Design: **Satyajit Ghosh**
Published by
Mala Palit
on behalf of Kharagpur Social Empowerment and Research Association (KSERA)
ISSN: 2348-6813

© Kharagpur Social Empowerment and Research Association (KSERA)

Communications
Bijay Palit, Editor, Gopalnagar, Jhapetapur, Kharagpur-721 301
e-mail: inquestjournal@gmail.com

Price: ₹ 150.00 $ 3

The Purificatory Ceremonies of Ancient India:
The Vedic Genesis
Soumik Piri 62

জঙ্গলমহালের উলগুলানে গণসঙ্গীত
ড. লক্ষীন্দর পালোই 68

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে কর্ম,ভক্তি ও জ্ঞানযোগ
মিলন দে 87

Book Review
A New Message and Dream for the Seekers
Rituparna Adak 90

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে কর্ম,ভক্তি ও জ্ঞানযোগ

মিলন দে*

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল জ্ঞানের পরম আধার। এটি যোগ শাস্ত্রও বটে। গীতা কারোর কাছে কিছুই নেয়নি, বরং মানব সমাজকে অনেক দিয়েছে। গীতা পূর্ণ ও স্বয়ংসিদ্ধা। স্বয়ং পুরুষোত্তম পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বাণীই হলো এই গীতা। তাই গীতার সম্যক ধারণা একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জানেন, অন্যেরা অংশত জানেন। গীতা ব্যাখ্যা করতে বড় বড় পণ্ডিতেরাও বিব্রত বোধ করেন। ভগবদ্গীতা 'কর্ম', 'জ্ঞান', ও 'ভক্তি'-এই তিন যোগের সমাবেশ। মানুষের জীবনও তিনটি স্তম্ভে বিভক্ত-'কর্ম', 'জ্ঞান', ও 'ভক্তি'। যে ব্যক্তি উক্ত তিনটি বিষয়কে আত্মস্থ করে যথাযথভাবে জীবনের পাথেয় করতে পারেন, তিনিই একমাত্র সাধারণ মানুষ থেকে দেবত্বে উন্নীত হতে সক্ষম হন।

'যাগ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত 'যুজ' ধাতু থেকে, যার অর্থ 'ঐক্যবদ্ধ করা', 'নিয়ন্ত্রণ করা', বা 'যুক্তকরা'। খুব সম্ভবত 'যুজির্সমাধৌ' শব্দটি থেকে 'যোগ' শব্দটি এসেছে। আর এর অর্থ 'চিন্তণ'। যোগ হল ব্যক্তি সত্তার সাথে বিশ্বসত্তার মিলন। যোগ অনুশীলনকারী বা দক্ষতার সাথে উচ্চমার্গের যোগ দর্শন অনুসরণ করেন যিনি, তিনিই হলেন 'যোগী' বা 'যোগিনী'। যোগ শাস্ত্রের অন্তর্গত কর্মযোগ নির্মল আনন্দময় কর্মের পথ, জ্ঞান যোগ হল জ্ঞানের পথ এবং ভক্তিযোগ পরম শান্তিময় ভক্তির পথ।

কর্মযোগ- কর্মশিক্ষা ও কর্মপ্রেরণাই গীতার একটি বিশেষত্ব। প্রাচীণ ভারত কর্মবলেই শ্রেষ্ট হয়েছিল। শৌর্য-বীর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সুখ-সমৃদ্ধিও শিক্ষা-সভ্যতায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। গীতার কর্মযোগের মূল বিষয়বস্তুই হল নিরভিমানিতা এবং অহংত্যাগ, আর তার দ্বারাই সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা হয়। গীতোক্ত কর্মযোগী সাত্ত্বিক কর্তা, যিনি, নিষ্কাম, সম শান্ত, দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ,[১] আসলে এই কর্মযোগ মোক্ষ সেতু। তাই গীতার আদ্যোপান্তই কর্মের প্রেরণা, যুদ্ধের প্রেরণা রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'মামনুস্বর যুধ্য চ'[২], আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ কর, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'-যা গীতোক্ত কর্মযোগের মূল প্রতিবাদ্য বিষয়। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ কর 'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ'[৩]। এই কারনে কর্মযোগী নিস্পৃহ থেকে অনাসক্ত বুদ্ধিতে যথাযথ কর্ম করতে পারেন।

"That which the Gita teaches is not a human but a divine action– Not the performance of social duties but abandonment of all other standard of duty or conduct for a selfless performance of divine will working through our nature.

…… In other words the Gita is not a book of practical ethies but of spiritual life.[৪]

Essays of the Gita

Sri Aurobinda

জ্ঞানযোগ- গীতার মূখ্য উদ্দেশ্য হল পরমাত্মা লাভ। অনাদিকাল থেকে অজ্ঞানতাবশতঃ প্রাণীগন সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত। তাদের উদ্ধার লাভের জন্যই জ্ঞানযোগের অবতারনা। তাই গীতার অনেক স্থানেই ব্রহ্মভাব, ব্রাহ্মস্থিতী, সাম্যবুদ্ধি প্রভৃতি শব্দগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এই ভাব লাভ হলে ভগবানের প্রতি পরাভক্তি জন্মায় । ব্রহ্ম বলতে যা বোঝায় তা হল সর্ববৃহৎ বা সর্বব্যাপী। যিনি সমস্ত কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন। যাঁর সত্ত্বায় সমস্ত সত্ত্বাবান সেই অদ্বিতীয় নিত্যবস্তুকেই 'ব্রহ্ম' বলে।

INQUEST-KSERA/2384-6813/11